



বাংলাদেশের কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল এর রিপোর্ট

বাংলাদেশ কেমিক্যাল ইন্ডাস্ট্রিজ কর্পোরেশন এবং এর আওতাধীন
প্রতিষ্ঠানসমূহের ২০১৯-২০২০ অর্থবছরের কমপ্লায়েন্স অডিট রিপোর্ট

রিপোর্ট নম্বর-০২/২০২২



বাংলাদেশের কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল এর রিপোর্ট

বাংলাদেশ কেমিক্যাল ইন্ডাস্ট্রিজ কর্পোরেশন এবং এর আওতাধীন
প্রতিষ্ঠানসমূহের ২০১৯-২০২০ অর্থবছরের কমপ্লায়েন্স অডিট রিপোর্ট

রিপোর্ট নম্বর-০২/২০২২

সূচিপত্র

ক্রমিক নম্বর	বিবরণ	পৃষ্ঠা নম্বর
প্রথম অংশ		
০১	মুখবন্ধ	i
অধ্যায়- ০১		
০২	অডিট বিষয়ক সংক্ষিপ্ত তথ্যাবলী	০৩-০৫
০৩	নির্বাহী সারসংক্ষেপ	০৭
০৪	শব্দ সংক্ষেপ	০৯
অধ্যায়-০২		
০৫	অডিট অনুচ্ছেদসমূহের সারসংক্ষেপ	১৩
০৬	অডিট অনুচ্ছেদসমূহের বিস্তারিত বিবরণ	১৭-২৯
দ্বিতীয় অংশ		
০৭	পরিশিষ্টসমূহ	৩৫-৩৮

ପ୍ରଥମ ଅଂଶ

মুখবন্ধ

- ১। দি কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল (অ্যাডিশনাল ফাংশস) অ্যাক্ট, ১৯৭৪ এর ধারা-৫(১) অনুযায়ী সকল Statutory Public Authority, Local Authority ও Public Enterprise এর হিসাব অডিট করার জন্য বাংলাদেশের কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল ক্ষমতাপ্রাপ্ত।
- ২। শিল্প মন্ত্রণালয়ের নিয়ন্ত্রণাধীন বাংলাদেশ কেমিক্যাল ইন্ডাস্ট্রিজ কর্পোরেশন (বিসিআইসি) এবং এর আওতাধীন প্রতিষ্ঠানসমূহের ২০১৯-২০২০ অর্থবছরের কার্যক্রমের ওপর বাণিজ্যিক অডিট অধিদপ্তর কর্তৃক নমুনামূলক যাচাইয়ের মাধ্যমে অডিট সম্পাদনপূর্বক এই রিপোর্ট প্রণয়ন করা হয়েছে। সরকারি সম্পদ ও অর্থ ব্যবহারের ক্ষেত্রে চিহ্নিত গুরুতর আর্থিক অনিয়মসমূহের সাথে জড়িতদের জবাবদিহিতার আওতায় আনয়ন করাই এই রিপোর্টের মূল উদ্দেশ্য।
- ৩। এই অডিট রিপোর্টে অন্তর্ভুক্ত ০৯টি অনুচ্ছেদে বর্ণিত অনিয়মসমূহ নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠান প্রধান বরাবর ইস্যু করা হয়েছে। একই সাথে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের সচিবকে অবহিত করা হয়েছে এবং তাঁদের জবাব বিবেচনাপূর্বক এই রিপোর্ট চূড়ান্ত করা হয়েছে।
- ৪। এই অডিট সম্পাদন ও রিপোর্ট প্রণয়নে বাংলাদেশের কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল কর্তৃক জারিকৃত Government Auditing Standards of Bangladesh অনুসরণ করা হয়েছে।
- ৫। জাতীয় সংসদে উপস্থাপনের লক্ষ্যে দি কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল (অ্যাডিশনাল ফাংশস) অ্যাক্ট, ১৯৭৪ এর ধারা ৫(১) অনুযায়ী এই অডিট রিপোর্ট মহামান্য রাষ্ট্রপতির নিকট পেশ করা হলো।

তারিখ : ৬/৬/২০২২ বঙ্গাব্দ
খ্রিস্টাব্দ


(মোহাম্মদ মুসলিম চৌধুরী)
বাংলাদেশের কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল

অধ্যায়-০১

অধ্যায়-০১

অডিট বিষয়ক সংক্ষিপ্ত তথ্যাবলী

রিপোর্ট সংক্রান্ত তথ্য :

শিল্প মন্ত্রণালয়ের নিয়ন্ত্রণাধীন বাংলাদেশ কেমিক্যাল ইন্ডাস্ট্রিজ কর্পোরেশন (বিসিআইসি) এবং এর আওতাধীন প্রতিষ্ঠানসমূহের ২০১৯-২০২০ অর্থবছরের কার্যক্রমের ওপর কমপ্লায়েন্স অডিট পরিচালনা করে এই রিপোর্ট প্রস্তুত করা হয়েছে। উক্ত প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য আইন, বিধি ইত্যাদি অডিট Criteria হিসেবে বিবেচনা করে উচ্চ ঝুঁকির ক্ষেত্র চিহ্নিত করে নমুনায়নের মাধ্যমে মাঠ পর্যায়ে নিরীক্ষা সম্পাদনপূর্বক রিপোর্টটি প্রস্তুত করা হয়েছে।

অডিট প্রতিষ্ঠান সম্পর্কিত তথ্য :

প্রতিষ্ঠান পরিচিতি :

১৯৭২ সনের রাষ্ট্রপতির ২৭ নং অধ্যাদেশ এবং ১৯৭৬ সনের ২৫ নং সংশোধনী বলে ৩টি কর্পোরেশন যথা : বাংলাদেশ ফার্টিলাইজার, কেমিক্যাল এন্ড ফার্মাসিউটিক্যাল কর্পোরেশন, বাংলাদেশ পেপার এন্ড বোর্ড কর্পোরেশন এবং বাংলাদেশ ট্যানারিজ কর্পোরেশন একীভূত করে ১ জুলাই, ১৯৭৬ এ বাংলাদেশ কেমিক্যাল ইন্ডাস্ট্রিজ কর্পোরেশন (বিসিআইসি) প্রতিষ্ঠিত হয়। বর্তমানে এ সংস্থার অধীনে ১২টি চালু কারখানা আছে। চালু কারখানাগুলোর মধ্যে ৬টি ইউরিয়া সার কারখানা, ১টি ডিএপি সার কারখানা, ১টি টিএসপি সার কারখানা, ১টি কাগজ কারখানা, ১টি সিমেন্ট কারখানা, ১টি গ্লাসশিট কারখানা এবং ১টি স্যানিটারিওয়ার ও ইন্সুলেটর কারখানা রয়েছে। উৎপাদিত পণ্যের মধ্যে ৮০% রাসায়নিক সার। এর মধ্যে ৭০% ইউরিয়া সার ও ১০% অন্যান্য সার।

শাহজালাল ফার্টিলাইজার কোম্পানি লিমিটেড: শাহজালাল ফার্টিলাইজার কোম্পানি লিমিটেড, ফেঞ্চুগঞ্জ, সিলেট শিল্প মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন বাংলাদেশ কেমিক্যাল ইন্ডাস্ট্রিজ কর্পোরেশনের (বিসিআইসি) নিয়ন্ত্রণে স্থাপিত একটি সরকারি মালিকানাধীন প্রতিষ্ঠান। এটি সিলেট শহর থেকে ৩০ কিলোমিটার দক্ষিণে কুশিয়ারা নদীর পূর্ব পাড়ে সিলেট-মৌলভীবাজার আঞ্চলিক সড়কের পূর্ব পার্শ্বে ফেঞ্চুগঞ্জ উপজেলার কচুয়াবহর নামক স্থানে অবস্থিত। ২০ সেপ্টেম্বর ২০১৫ খ্রিস্টাব্দে প্রথম উৎপাদন শুরু হয়। এটি বিসিআইসি'র নিয়ন্ত্রণাধীন দেশের অত্যাধুনিক ডিসিএস, পিএলসি, আইটিসিসি, ইএসডি ও স্ক্যান্ডা সম্বলিত শক্তি সাশ্রয়ী এবং পরিবেশ বান্ধব সর্ববৃহৎ ইউরিয়া সার কারখানা। যার বার্ষিক উৎপাদন ক্ষমতা ৫,৮০,৮০০ মে.টন।

যমুনা ফার্টিলাইজার কোম্পানি লিমিটেড: বাংলাদেশের উত্তরাঞ্চলের কৃষকদের মধ্যে স্বল্পতম সময়ে রাসায়নিক ইউরিয়া সার পৌঁছানোর লক্ষ্যে জামালপুর জেলার সরিষাবাড়িতে জগন্নাথগঞ্জ ঘাট সংলগ্ন যমুনা নদীর তীরে তারাকান্দিতে “যমুনা ফার্টিলাইজার কোম্পানি লিমিটেড ” ১৯৯১ খ্রিস্টাব্দে স্থাপিত হয়। যমুনা ফার্টিলাইজার কোম্পানি লিমিটেড বাংলাদেশে পাবলিক লিমিটেড কোম্পানি হিসেবে নিবন্ধিত। এটি একটি কেপিআই মান-১ সম্পন্ন রাষ্ট্রায়ত্ত্ব শিল্প প্রতিষ্ঠান। বার্ষিক ৫,৬১,০০০ মে. টন দানাদার ইউরিয়া সার উৎপাদনকারী এ কারখানার বাস্তবায়ন কাজ ২৬ ডিসেম্বর, ১৯৮৮ খ্রিস্টাব্দে শুরু হয়। ৩১ ডিসেম্বর, ১৯৯১ খ্রিস্টাব্দে এ কারখানায় পরীক্ষামূলক উৎপাদন শুরু হয় এবং ১ জুলাই, ১৯৯২ খ্রিস্টাব্দ থেকে কারখানাটিতে বাণিজ্যিক উৎপাদন শুরু হয়।

প্রতিষ্ঠানের অর্গানোগ্রাম :

বাংলাদেশ কেমিক্যাল ইন্ডাস্ট্রিজ কর্পোরেশন (বিসিআইসি) এবং এর আওতাধীন প্রতিষ্ঠানসমূহের জনবল :

ক্রঃ নং	প্রতিষ্ঠানের নাম	অনুমোদিত জনবল
০১	বিসিআইসি, প্রধান কার্যালয়	৮৩৯
০২	শাহাজালাল ফার্টিলাইজার	৮৬৫
০৩	আশুগঞ্জ ফার্টিলাইজার	১১৭১
০৪	চিটাগং ইউরিয়া ফার্টিলাইজার	১০৫৮
০৫	ইউরিয়া ফার্টিলাইজার	১১১০
০৬	যমুনা ফার্টিলাইজার	১০৫২
০৭	উসমানিয়া গ্লাসশীট	২৮০
০৮	ইনসুলেটর এন্ড স্যানিটারিওয়ার	৭১৯
০৯	পলাশ ইউরিয়া ফার্টিলাইজার	৮৫৫
১০	টিএসপি কমপ্লেক্স	৮৫০
১১	ডিএপি ফার্টিলাইজার	৮১৬
১২	চিটাগং কেমিক্যাল কমপ্লেক্স	১০১৪
১৩	কর্ণফুলী পেপার মিলস	২৩৭৭
১৪	ছাতক সিমেন্ট কোং	১০১৪
১৫	টিআইসিআই	১০৮
মোট জনবল =		১৪১২৮

প্রতিষ্ঠানের কার্যাবলী :

- অব্যাহত Running, Preventive & Routine মেরামত/রক্ষণাবেক্ষণ/সার্ভিসিং এর মাধ্যমে কারখানার উদ্ভূত ও বিদ্যমান যান্ত্রিক এবং প্রসেসগত সমস্যাবলী সমাধান করে উৎপাদনশীলতা বজায় রাখা।
- গুণগতমান অব্যাহত রেখে নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রার সার উৎপাদন ও বিতরণ করা।
- আর্থিক ব্যবস্থাপনায় উন্নয়ন এবং অপচয় ও ইউসেজ রেশিও হ্রাসের মাধ্যমে লোকসান কমানো/লাভজনক করা।
- HSE কার্যক্রম জোরদার করার মাধ্যমে কারখানাকে পরিবেশ বান্ধব ও নিরাপদ রাখা।
- যুগোপযোগী প্রশিক্ষণের মাধ্যমে জনবলের দক্ষতা বৃদ্ধি করা।
- কারখানার নির্ধারিত ইউনিফর্ম, সেফটি সু, পিপিই ব্যবহার করে উৎপাদন ও রক্ষণাবেক্ষণ কাজে জনবলকে নিয়োজিত রাখা।

প্রতিষ্ঠানের বাজেট ও ব্যয়ের তথ্য :

বাংলাদেশ কেমিক্যাল ইন্ডাস্ট্রিজ কর্পোরেশন (বিসিআইসি) এর ২০১৯-২০২০ অর্থবছরের সংশোধিত বাজেট বরাদ্দ এবং আয় ও ব্যয়ের তথ্য নিম্নে দেয়া হলো :

(লক্ষ টাকায়)

আয় ও ব্যয়ের তথ্য	সংশোধিত বাজেট (২০১৯-২০২০)
মোট আয়	৯১১০২০.৬৩
মোট ব্যয়	৯৭৯৮৩২.৯৭

অডিটের আইনগত ভিত্তি :

দি কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল (অ্যাডিশনাল ফাংশন্স) অ্যাক্ট, ১৯৭৪ এর ধারা ৫(১) অনুযায়ী এই অডিট পরিচালনা করা হয়েছে।

অডিটের পরিধি :

বাংলাদেশ কেমিক্যাল ইন্ডাস্ট্রিজ কর্পোরেশন (বিসিআইসি) এর ২০১৯-২০২০ অর্থবছরের নিরীক্ষায় নিম্নবর্ণিত বিষয়গুলোকে নিরীক্ষার জন্য বিবেচনা করা হয়েছে

- সার উত্তোলন, পরিবহন ও মজুদ ব্যবস্থাপনা;
- সার সংগ্রহ ও বিপণন সংক্রান্ত ব্যয়।

অডিট প্র্যানিং ও অডিট পরিচালনা সংক্রান্ত তথ্য:

অডিটের বিষয়বস্তু : বাংলাদেশ কেমিক্যাল ইন্ডাস্ট্রিজ কর্পোরেশন (বিসিআইসি) এর ২০১৯-২০২০ অর্থবছরের সার আমদানি ও বিপণন ব্যবস্থাপনার উপর কমপ্লায়েন্স অডিট।

অডিট কৌশল : উপর্যুক্ত বিষয়বস্তু নিরীক্ষার উদ্দেশ্যে বিসিআইসি'র যাবতীয় কার্যাবলী ও ব্যয় নির্বাহের ক্ষেত্রে বিসিআইসি'র নিজস্ব আইন ও বিধি এবং সরকারি অন্যান্য আইন-কানুন, বিধি-বিধান ও নীতিমালা অনুসৃত হয়েছে কিনা তা নিম্নবর্ণিত কৌশল অবলম্বনে যাচাই করা হয়েছে -

- নিরীক্ষা পরিকল্পনা প্রণয়নের উদ্দেশ্যে প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ ;
- নিরীক্ষার উদ্দেশ্য, বিষয়বস্তু, মানদণ্ড ইত্যাদি নির্ধারণপূর্বক নিরীক্ষা পরিকল্পনা প্রণয়ন ;
- নিরীক্ষা দল গঠন এবং নিরীক্ষার সময়সূচি অনুযায়ী মাঠ পর্যায়ে নিরীক্ষা কার্যক্রম সম্পাদন ;
- কেন্দ্রীয়ভাবে নিরীক্ষার কার্যক্রম নিয়মিত পর্যবেক্ষণ ও তদারকী।

অডিট সময়কাল :

১৫-১১-২০২০ খ্রি. হতে ০৭-০৪-২০২১ খ্রি. তারিখ পর্যন্ত।

নিবাহী সারসংক্ষেপ

বাণিজ্যিক অডিট অধিদপ্তরের নিরীক্ষার আওতাধীন বাংলাদেশ কেমিক্যাল ইন্ডাস্ট্রিজ কর্পোরেশন (বিসিআইসি) এবং এর আওতাধীন প্রতিষ্ঠানসমূহের ২০১৯-২০২০ অর্থবছরের কার্যক্রমের বিপরীতে সম্পাদিত কাজের রেকর্ডপত্র ও নমুনা সংগ্রহের মাধ্যমে পরিকল্পনা প্রণয়নপূর্বক অডিট করা হয়। অডিট চলাকালে বেশ কিছু আর্থিক অনিয়ম ও বিধি-বিধানের লঙ্ঘন পরিলক্ষিত হয়েছে। মূলত প্রতিষ্ঠানের অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার দুর্বলতা ও আর্থিক বিধি-বিধান পরিপালন না করার কারণে এই অডিট অনুচ্ছেদসমূহ উত্থাপিত হয়েছে। উত্থাপিত অডিট অনুচ্ছেদসমূহের মধ্য হতে গুরুতর আর্থিক অনিয়ম (SFI) সংক্রান্ত অনুচ্ছেদসমূহ এই রিপোর্টে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

এই রিপোর্টে ০৯টি অডিট অনুচ্ছেদ উত্থাপন করা হয়েছে এবং এতে জড়িত টাকার পরিমাণ ৪৭,২৪,৫৫,৭৭৭ (সাতচল্লিশ কোটি চব্বিশ লক্ষ পঞ্চাশ হাজার সাতশত সাতাত্তর) টাকা। এই রিপোর্টে অন্তর্ভুক্ত উল্লেখযোগ্য অনিয়মসমূহ নিম্নরূপ :

- বিসিআইসি কর্তৃপক্ষের নির্দেশনা যথাযথভাবে অনুসরণ না করা;
- আত্মসাৎকৃত অর্থ আদায় না হওয়া;
- প্রাপ্য অর্থ যথাসময়ে আদায়/সমন্বয় না হওয়া;
- আর্থিক বিধি-বিধান যথাযথভাবে অনুসরণ না করা;
- বিক্রয় বাবদ অর্থ আদায় না করা;
- সার পরিবহনে ঘাটতি।

নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠানের অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা শক্তিশালীকরণ, সরকারি অর্থ আদায়ে ও ব্যয়ে প্রচলিত বিধি-বিধান পরিপালন, একই ধরনের অনিয়মের পুনরাবৃত্তি না ঘটানো ও পূর্ববর্তী অডিটের সুপারিশসমূহ বাস্তবায়ন না করা বিষয়ে কর্তৃপক্ষের মনোনিবেশ করার প্রয়োজনীয়তা এই অডিট রিপোর্টে প্রতিফলিত হয়েছে।

শব্দ সংক্ষেপ

1.	BCIC	Bangladesh Chemical Industries Corporation	বাংলাদেশ কেমিক্যাল ইন্ডাস্ট্রিজ কর্পোরেশন এর সংক্ষিপ্ত রূপ
2.	JFCL	Jamuna Fertilizer Company Limited	যমুনা ফার্টিলাইজার কোম্পানি লিমিটেড এর সংক্ষিপ্ত রূপ
3.	SFCL	Shahjalal Fertilizer Company Limited	শাহজালাল ফার্টিলাইজার কোম্পানি লিমিটেড এর সংক্ষিপ্ত রূপ
4.	NBPM	North Bengal Paper Mill	নর্থ বেঙ্গল পেপার মিল লিমিটেড এর সংক্ষিপ্ত রূপ
5.	SRR	Store Received Report	ভান্ডারে পণ্য প্রাপ্তি প্রতিবেদন
6.	MRR	Material Receiving Report	পণ্য প্রাপ্তি সংক্রান্ত প্রতিবেদন

ଅଧ୍ୟାୟ-୦୨

অডিট অনুচ্ছেদসমূহের সারসংক্ষেপ

অনুচ্ছেদ নম্বর	শিরোনাম	জড়িত (টাকা)
০১	পরিবহন ঠিকাদার কর্তৃক উত্তোলিত ৪৫১১ মে. টন গ্রানুলার ইউরিয়া সার বাফার গুদামে সরবরাহ না করায় আর্থিক ক্ষতি	১৩,০২,৯৮,৬৫৬
০২	পরিবহন ঠিকাদার কর্তৃক উত্তোলিত ৪৩৯৪ মে. টন গ্রানুলার ইউরিয়া সার নির্ধারিত সময়সীমার দীর্ঘদিন পরেও জেএফসিএল গুদামে না পৌঁছানোয় আর্থিক ক্ষতি	১২,৬৯,১৯,১৫২
০৩	সুগার মিলস লিঃ কে সরবরাহকৃত ইউরিয়া সারের মূল্য আদায় না হওয়ায় আর্থিক ক্ষতি	৩,২৯,০০,০০০
০৪	শাহজালাল ফার্টিলাইজার কোম্পানি লিমিটেড (এসএফসিএল) হতে সাত্তাহার বাফার গুদামে প্রেরণকৃত সার ঘাটতি হওয়ায় প্রতিষ্ঠানের আর্থিক ক্ষতি	২,১০,৮৪,০০০
০৫	বাস্তব গণনায় ১৫৯২.১৫ মে. টন সারের ঘাটতির ফলে প্রতিষ্ঠানের আর্থিক ক্ষতি	৪,৪৬,১৭,২৪৫
০৬	পরিবহন ঠিকাদার কর্তৃক জাহাজ হতে আমদানিকৃত সার উত্তোলনের পর দীর্ঘদিন অতিবাহিত হলেও বাফার গুদামে সরবরাহ না করায় আর্থিক ক্ষতি	৫,৯৬,১৬,৪৭৩
০৭	আমদানিকৃত ১৭৯৩.৬৫ মে. টন সারের অস্তিত্ব গুদামে না পাওয়ায় আর্থিক ক্ষতি	৫,১৮,০৮,৯৫২
০৮	বগুড়া বাফার গুদাম কর্তৃপক্ষ কর্তৃক সার বিক্রয় করে বিক্রয়লব্ধ অর্থ বিসিআইসি'র ব্যাংক হিসাবে জমা প্রদান না করে আত্মসাৎ	৩৩,৪৬,০০০
০৯	সার বিক্রির অর্থ ব্যাংকে জমা প্রদান না করায় আর্থিক ক্ষতি	১৮,৬৫,২৯৯
সর্বমোট		৪৭,২৪,৫৫,৭৭৭
কথায় : সাত চল্লিশ কোটি চব্বিশ লক্ষ পঞ্চাশ হাজার সাতশত সাতাত্তর টাকা।		

অডিট অনুচ্ছেদসমূহের বিস্তারিত বিবরণ

অনুচ্ছেদ : ০১

শিরোনাম : পরিবহন ঠিকাদার কর্তৃক উত্তোলিত ৪৫১১ মে. টন গ্রানুলার ইউরিয়া সার বাফার গুদামে সরবরাহ না করায় ১৩,০২,৯৮,৬৫৬ (তেরো কোটি দুই লক্ষ আটানব্বই হাজার ছয়শত ছাপান্ন) টাকা আর্থিক ক্ষতি।

বিবরণ :

বাংলাদেশ কেমিক্যাল ইন্ডাস্ট্রিজ কর্পোরেশন (বিসিআইসি) এর ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে নিরীক্ষায় পরিলক্ষিত হয় যে, পরিবহন ঠিকাদার মেসার্স পোটন ট্রেডার্স এর অনুকূলে বরাদ্দকৃত ৪৫১১ মে. টন গ্রানুলার ইউরিয়া সার উত্তোলন করে নির্ধারিত সময়ে বাফার গুদামসমূহে না পৌঁছানোয় ১৩,০২,৯৮,৬৫৬ টাকা আর্থিক ক্ষতি সাধিত হয়েছে।

বিসিআইসি'র আওতাধীন রংপুর, বগুড়া ও রাজশাহী বাফার গুদামের সার সরবরাহ সংক্রান্ত নথি, গুদামে সার গ্রহণকৃত চালান ও রেজিস্টার পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, বিসিআইসি কর্তৃক বিভিন্ন সময়ে ইস্যুকৃত পরিবহন চুক্তিপত্র এবং বরাদ্দপত্র অনুযায়ী ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠান মেসার্স পোটন ট্রেডার্স কে মোট ৯,৮০০ মে. টন গ্রানুলার ইউরিয়া সার পরিবহন করে বর্ণিত ০৩টি বাফার গুদামে পৌঁছানোর জন্য কার্যাদেশ প্রদান করা হয়। চুক্তিপত্রের শর্ত নং- 4(b) অনুযায়ী পরিবহনের জন্য বরাদ্দকৃত সার উত্তোলনের পর ২০ (বিশ) হতে সর্বোচ্চ ৫০ (পঞ্চাশ) দিনের মধ্যে সংশ্লিষ্ট গুদামে পৌঁছাতে হবে।

ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠান মেসার্স পোটন ট্রেডার্স বরাদ্দকৃত সারের মধ্যে মোট ৯,৮০০ মে. টন গ্রানুলার ইউরিয়া সার উত্তোলন করে। কিন্তু, নির্ধারিত সময়সীমা অতিক্রান্ত হওয়ার পরও ০১/০৩/২০২১ খ্রি. তারিখ পর্যন্ত উত্তোলিত সারের মধ্যে ৪৫১১ মে. টন গ্রানুলার ইউরিয়া সার বাফার গুদামসমূহে পৌঁছানো হয়নি।

ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠান: মেসার্স পোটন ট্রেডার্স							
ক্রঃনং	বরাদ্দপত্রের নং ও তারিখ	যে গুদামে পৌঁছাতে হবে	উত্তোলিত সারের পরিমাণ (মে. টন)	গুদামে পৌঁছানো সারের পরিমাণ (মে. টন)	যে পরিমাণ সার গুদামে পৌঁছানো হয়নি (মে. টন)	বাফার গুদামে পৌঁছানোর নির্ধারিত সময়সীমা	নির্ধারিত সময়সীমার পর অতিক্রান্ত সময়
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
০১.	নং পার-৩.২৯১১/২০১৯-২০২০/ SABIC/MV ANTIGONI/ ২৮৩৬ তারিখ: ১৮-১২-২০১৯ খ্রি	রংপুর বাফার গুদাম,	৪৪০০	২৩২১.৫৫	২০৭৮.৪৫	৪০ দিন	প্রায় ১৪ মাস
০২.	নং-৩৬.০১.০০০০.২২৬.০৫.০০৪.১৮/ ১১৭৬ তারিখ: ১৮-০৭-২০১৮ খ্রি.	বগুড়া বাফার গুদাম	১০০০	-	১০০০.০০	২০ দিন	প্রায় ৩২ মাস
০৩.	বরাদ্দপত্র নং পার-৩.২৯১৩/২০১৯/ FERTIL-03/ ২৮৯৯ তারিখ: ৩০-১২-২০১৯ খ্রি.	রাজশাহী বাফার গুদাম	৪৪০০	২৯৬৭.৪৫	১৪৩২.৫৫	৫০ দিন	প্রায় ১৪ মাস
মোট =			৯,৮০০	৫,২৮৯.০০	৪৫১১		

ফলে সর্বমোট ৪৫১১ মে. টন সার নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে সরবরাহ না করায় প্রতি মে. টন সারের আমদানি মূল্য ২৮,৮৮৪.৬৫ টাকা হিসেবে (৪৫১১×২৮,৮৮৪.৬৫) টাকা বা ১৩,০২,৯৮,৬৫৬ টাকা সরকারের আর্থিক ক্ষতি সাধিত হয়েছে (বিস্তারিত পরিশিষ্ট : ০১)।

অনিয়মের কারণ :

- চুক্তিপত্রের শর্ত নং- 4(b) লঙ্ঘন।

নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠানের জবাব :

রংপুর বাফার গুদামে M.V. ANTIGONI জাহাজ হতে উত্তোলিত সারের মধ্যে অদ্যাবধি ২,৩২১.৫৫ মে. টন সার সরবরাহ করেছে এবং অবশিষ্ট ২০৭৮.৪৫ মে. টন সার পাইপ লাইনে আছে। বাফার গুদাম বগুড়ার অনুকূলে MV OCEAN HEAVEN জাহাজ হতে উত্তোলনকৃত ১০০০ মে. টন আমদানিকৃত সার পরিবহন করে বাফার গুদামে পৌঁছানোর জন্য কার্যাদেশের বিপরীতে পরিবহন ঠিকাদার কর্তৃক অদ্যাবধি কোনো সার বাফার গুদামে সরবরাহ করেননি। রাজশাহী বাফার গুদামে AFRICAN LARK জাহাজ হতে ৪,৪০০ মে. টনের মধ্যে পরিবহন ঠিকাদার কর্তৃক গুদামে ২৯৬৭.৪৫ মে. টন সার সরবরাহ করেন এবং অবশিষ্ট ১৪৩২.৫৫ মে. টন সার বাফার গুদামে সরবরাহ করেনি। উল্লিখিত বিষয়টি গুরুতর আর্থিক অনিয়ম হিসেবে গণ্য করে জবাব প্রেরণের জন্য ২৯/০৮/২০২১ খ্রি. তারিখে সচিব বরাবর পত্র জারি করা হয়। ৩০/০৯/২১ খ্রি.তারিখে তাগিদপত্র দেয়া হলে ১৭/১০/২০২১ খ্রি. তারিখে মন্ত্রণালয়ের জবাবে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুরোধ করা হয়।

নিরীক্ষা মন্তব্য :

জবাব আপত্তি নিষ্পত্তির জন্য সহায়ক নয়। কারণ চুক্তিপত্রের শর্ত মোতাবেক নির্ধারিত সময়সীমা অতিক্রান্তের দীর্ঘদিন পরেও পরিবহন ঠিকাদার কর্তৃক ৪৫১১ মে. টন সার বাফার গুদামে সরবরাহ করা হয়নি। উক্ত সার বাফার গুদামে না পৌঁছানোয় সরকারের আর্থিক ক্ষতি সাধিত হয়েছে।

নিরীক্ষার সুপারিশ :

নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে পরিবহন ঠিকাদার কর্তৃক সার বাফার গুদামে সরবরাহ না করায় সারের মূল্য বাবদ সমুদয় অর্থ আদায় করা আবশ্যিক।

শিরোনাম : পরিবহন ঠিকাদার কর্তৃক উত্তোলিত ৪৩৯৪ মে. টন গ্রানুলার ইউরিয়া সার নির্ধারিত সময়সীমার দীর্ঘদিন পরেও জেএফসিএল গুদামে না পৌঁছানোয় ১২,৬৯,১৯,১৫২ (বারো কোটি উনসত্তর লক্ষ উনিশ হাজার একশত বায়ান্ন) টাকা আর্থিক ক্ষতি।

বিবরণ :

বাংলাদেশ কেমিক্যাল ইন্ডাস্ট্রিজ কর্পোরেশন (বিসিআইসি) কর্তৃক নিয়োজিত পরিবহন ঠিকাদার মেসার্স নবাব এন্ড কোম্পানি কর্তৃক ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে উত্তোলিত ৫৫০০ মে. টন গ্রানুলার ইউরিয়া সারের মধ্যে ৪৩৯৪ মে. টন সার নির্ধারিত সময়সীমার দীর্ঘদিন পরেও যমুনা ফার্টিলাইজার কোম্পানি লিমিটেড এর (জেএফসিএল) গুদামে না পৌঁছানোয় ১২,৬৯,১৯,১৫২ টাকা আর্থিক ক্ষতি সাধিত হয়েছে।

বিসিআইসি'র নিয়ন্ত্রণাধীন জেএফসিএল, সরিষাবাড়ী, জামালপুর কার্যালয়ের সার পরিবহন সংক্রান্ত নথি, কার্যাদেশ, বরাদ্দপত্র, ট্রানজিট সংক্রান্ত রেকর্ডপত্র পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, বিসিআইসি কর্তৃক ইস্যুকৃত পরিবহন চুক্তি নং PUR-3.2884/2019-2020/Muntajat/ML JINDA/3058 তারিখ ১৩/০১/২০২০ খ্রিস্টাব্দ এবং বরাদ্দপত্র সূত্র নং পার-৩.২৮৮৪/২০১৯-২০২০/Muntajat/ML JINDA/৩০৭০ তারিখ ১৫/০১/২০২০ খ্রিস্টাব্দ এর বিপরীতে ৫৫০০ মে. টন গ্রানুলার ইউরিয়া সার পরিবহনের জন্য ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠান মেসার্স নবাব এন্ড কোম্পানিকে কার্যাদেশ প্রদান করা হয়। চুক্তিপত্রের ৪ নং এর (a) ও (b) শর্তানুযায়ী সার উত্তোলনের ৪০ দিনের মধ্যে সংশ্লিষ্ট গুদামে পৌঁছাতে হবে। কিন্তু উক্ত পরিবহন ঠিকাদার ৫৫০০ মে. টনের সারের মধ্যে নিরীক্ষা চলাকালীন (১৪-০২-২০২১ খ্রি.) পর্যন্ত নামে মাত্র ১১০৬ মে. টন সার জেএফসিএল গুদামে পৌঁছালেও ৪৩৯৪ মে. টন সার জেএফসিএল গুদামে সরবরাহ করেনি। সার পরিবহনের নির্ধারিত সময়সীমা শেষে দীর্ঘ ১ বছর ১ মাস অতিক্রান্ত হওয়ার পরও ৪৩৯৪ মে. টন সার পরিবহন ঠিকাদার না পৌঁছানোর ফলে আমদানিকৃত সারের মূল্য বাবদ প্রতি মে. টনের আমদানি মূল্য ২৮,৮৮৪.৬৫ (গড় ক্রয়মূল্য+জাহাজ ভাড়া+সার্ভে ফিসহ) টাকা হিসেবে (৪৩৯৪×২৮,৮৮৪.৬৫) টাকা বা ১২,৬৯,১৯,১৫২ টাকা সরকারের আর্থিক ক্ষতি সাধিত হয়েছে (বিস্তারিত পরিশিষ্ট : ০২)।

উল্লেখ্য যে, চুক্তিপত্রের ৪ নং এর (c) শর্তানুযায়ী বিলম্বে সার সরবরাহের জন্য জরিমানা আরোপ এবং নিরাপত্তা জামানত বাজেয়াপ্ত করার বিধান থাকলেও তা পরিপালন করা হয়নি।

অনিয়মের কারণ :

চুক্তিপত্রের ৪ নং এর (a) , (b) ও (c) এর শর্ত লঙ্ঘন।

নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠানের জবাব :

বিসিআইসি কর্তৃক ইস্যুকৃত পরিবহন চুক্তি নং PUR-3.2884/2019-2020/Muntajat/MV JINDA/2058 তারিখ ১৩-০১-২০২০ খ্রি. এবং বরাদ্দ পত্র নং পার-৩.২৮৮৪/২০১৯-২০২০/Muntajat/MV JINDA/৩০৭০ তারিখ ১৫/০১/২০২০ খ্রি. এর বিপরীতে ৫,৫০০ মে. টন গ্রানুলার ইউরিয়া সার পরিবহনের জন্য ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠান মেসার্স নবাব এন্ড কোম্পানিকে কার্যাদেশ প্রদান করা হয়। বরাদ্দের বিপরীতে বর্ণিত জাহাজ হতে ১,১৫১.২০ মে. টন সার গ্রহণ করা হয়।

এক দিকে কারখানার গুদাম, রাস্তা, ইয়ার্ড এবং জেটিঘাটে অতিরিক্ত সার রাখার পর্যাপ্ত জায়গার অভাব অন্যদিকে কারখানার উৎপাদন অব্যাহত থাকায় এবং বর্ষা মৌসুমে খোলা আকাশের নিচে সংরক্ষিত সারের ক্ষয়-ক্ষতির কথা বিবেচনায় আমদানিকৃত সার গ্রহণ করা সম্ভব না হওয়ায় প্রতিষ্ঠানটিকে বর্ণিত জাহাজ হতে সার সরবরাহ না করার জন্য অনুরোধ জানানো হয়। তৎপ্রেক্ষিতে প্রতিষ্ঠানটি সার সরবরাহ বন্ধ রাখে।

উল্লিখিত বিষয়টি গুরুতর আর্থিক অনিয়ম হিসেবে গণ্য করে জবাব প্রেরণের জন্য ২৯/০৮/২০২১ খ্রি. তারিখে সচিব বরাবর পত্র জারি করা হয়। ১৭/১০/২০২১ খ্রি. তারিখে মন্ত্রণালয়ের জবাবে “সমুদয় সার গ্রহণ করে পরবর্তীতে অবহিত করা হবে” মর্মে উল্লেখ করা হয়।

নিরীক্ষা মন্তব্য :

জবাব আপত্তি নিষ্পত্তির জন্য সহায়ক নয়। কারণ প্রধান কার্যালয় হতে বরাদ্দপত্র প্রদানকালীন সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান কর্তৃক সার মজুদে স্থান সংকুলনের বিষয়টি প্রধান কার্যালয়কে অবহিত করা হয়নি। মুনতাজাত হতে আমদানিকৃত সার MV JINDA জাহাজ হতে পরিবহনের জন্য ৫৫০০ মে. টন পরিবহন করার জন্য মেসার্স নবাব এ্যাড কোম্পানির অনুকূলে বরাদ্দদেশ প্রদান করার দীর্ঘদিন অতিবাহিত হওয়ার পরেও উক্ত সার কারখানার গুদামে পৌঁছায়নি। উল্লেখ্য, প্রতিষ্ঠান কর্তৃক আমদানিকৃত সার গ্রহণ সম্ভব নয় মর্মে পরিবহন ঠিকাদার বরাবর অনুরোধ জানানোর বিষয়টি পরিবহন ঠিকাদারের প্রতি আনুকূল্য প্রদর্শনের সামিল।

নিরীক্ষার সুপারিশ :

আপত্তিতে বর্ণিত সমুদয় অর্থ জরিমানাসহ সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান বা দায়ী ব্যক্তির নিকট হতে আদায় করা আবশ্যিক।

অনুচ্ছেদ : ০৩

শিরোনাম : সুগার মিলস লিঃ কে সরবরাহকৃত ইউরিয়া সারের মূল্য বাবদ অর্থ আদায় না হওয়ায় ৩,২৯,০০,০০০ (তিন কোটি উনত্রিশ লক্ষ) টাকা আর্থিক ক্ষতি।

বিবরণ :

বাংলাদেশ কেমিক্যাল ইন্ডাস্ট্রিজ কর্পোরেশন (বিসিআইসি) এর নিয়ন্ত্রণাধীন রাজশাহী এবং যশোর বাফার গুদাম হতে ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে রাজশাহী সুগার মিলস লিঃ এবং মোবারকগঞ্জ সুগার মিলস লিঃ কে সরবরাহকৃত ইউরিয়া সারের মূল্য বাবদ অর্থ আদায় না হওয়ায় ৩,২৯,০০,০০০ টাকা আর্থিক ক্ষতি হয়েছে।

রাজশাহী এবং যশোর বাফার গুদাম এর সার বিক্রয় সংক্রান্ত নথি পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, ২০১৯-২০২০ অর্থবছরের রোপন মৌসুমে আখ চাষের জন্য রাজশাহী সুগার মিলস লিঃ এবং মোবারকগঞ্জ সুগার মিলস লিঃ এর অনুকূলে বিসিআইসির বরাদ্দ পত্র নং ৩৬.০১.০০৫.০৩.১৪.০০২.২০১৯/৩৯০ তারিখ ৩০-০৯-২০১৯ খ্রি. এর মাধ্যমে যথাক্রমে ১৬০০ মে. টন এবং ১০০০ মে. টন সার বিক্রয়ের জন্য বরাদ্দ প্রদান করা হয়।

বিসিআইসি'র বর্ণিত বরাদ্দ আদেশ মোতাবেক রাজশাহী বাফার গুদাম হতে ৭টি কিস্তিতে ১৩৫০ মে. টন সার রাজশাহী সুগার মিলস লিঃ এর নিকট এবং যশোর বাফার গুদাম হতে মোবারকগঞ্জ সুগার মিলস লিঃ এর নিকট ২টি কিস্তিতে ১০০০ মে. টন ইউরিয়া সার বাকিতে বিক্রয় করা হয়। ৩০-০৯-২০১৯ খ্রি. তারিখের বরাদ্দপত্রের শর্ত (ক) এ উল্লেখ আছে, অগ্রিম মূল্য প্রাপ্তি সাপেক্ষে সার সরবরাহ করতে হবে এবং (খ) অনুযায়ী বরাদ্দপত্রের মেয়াদ ৩০/০৬/২০২০ খ্রি. পর্যন্ত বলবৎ থাকবে। উক্ত শর্তের ব্যত্যয় ঘটিয়ে বাকিতে সার বিক্রয় করা হয়। আখ মাড়াই মৌসুম শেষ হওয়া সত্ত্বেও বাকিতে বিক্রিত সারের মূল্য বাবদ কোনো অর্থ বাফার গুদাম কর্তৃপক্ষ আদায় করতে পারেনি। ফলে, প্রতি মে. টন ইউরিয়া সারের মূল্য ১৪,০০০ টাকা হিসেবে (১৩৫০+১০০০) মে. টন $\times$ ১৪,০০০ টাকা বা ৩,২৯,০০,০০০ টাকা আর্থিক ক্ষতি হয়েছে (বিস্তারিত পরিশিষ্ট : ০৩)।

অনিয়মের কারণ :

৩০-০৯-২০১৯ খ্রি. তারিখের বরাদ্দপত্রের শর্ত (ক) এর লঙ্ঘন।

নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠানের জবাব :

উক্ত টাকা আদায়ের ব্যাপারে বাংলাদেশ চিনি ও খাদ্য শিল্প কর্পোরেশন এর সাথে যোগাযোগ অব্যাহত আছে।

উল্লিখিত বিষয়টি গুরুতর আর্থিক অনিয়ম হিসেবে গণ্য করে জবাব প্রেরণের জন্য ২৯/০৮/২০২১ খ্রি. তারিখে সচিব বরাবর পত্র জারি করা হয়। ৩০/০৯/২১ খ্রি. তারিখে তাগিদপত্র দেয়া হলে ১৭/১০/২০২১ খ্রি. তারিখে মন্ত্রণালয়ের জবাবে সমুদয় অর্থ আদায় করে পরবর্তীতে অবহিত করা হবে মর্মে জানানো হয়।

নিরীক্ষা মন্তব্য :

জবাব আপত্তি নিষ্পত্তির জন্য সহায়ক নয়। কারণ সুগার মিলের নিকট বাকিতে বিক্রয়কৃত সারের মূল্য আদায় না হওয়ায় ৩,২৯,০০,০০০ টাকা আর্থিক ক্ষতি হয়েছে।

নিরীক্ষার সুপারিশ :

অনিয়মিতভাবে বিক্রয়ের সাথে জড়িত ব্যক্তিবর্গের দায়দায়িত্ব নির্ধারণপূর্বক অনতিবিলম্বে বাকিতে বিক্রয়কৃত সারের টাকা আদায় করা আবশ্যিক।

অনুচ্ছেদ : ০৪

শিরোনাম : শাহজালাল ফার্টিলাইজার কোম্পানি লিমিটেড (এসএফসিএল) হতে সান্তাহার বাফার গুদামে প্রেরণকৃত সার ঘাটতি হওয়ায় প্রতিষ্ঠানের আর্থিক ক্ষতি ২,১০,৮৪,০০০ (দুই কোটি দশ লক্ষ চুরাশি হাজার) টাকা।

বিবরণ :

বাংলাদেশ কেমিক্যাল ইন্ডাস্ট্রিজ কর্পোরেশন (বিসিআইসি) এর নিয়ন্ত্রণাধীন শাহজালাল ফার্টিলাইজার কোম্পানি লিমিটেড, ফেঞ্চুগঞ্জ, সিলেট এর ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে এসএফসিএল হতে সান্তাহার বাফার গুদামে প্রেরণকৃত সার ঘাটতি হওয়ায় প্রতিষ্ঠানের ২,১০,৮৪,০০০ টাকা আর্থিক ক্ষতি হয়েছে।

শাহজালাল ফার্টিলাইজার কোম্পানি লিমিটেড এর হিসাব নিরীক্ষাকালে সার পরিবহন ঠিকাদার সংক্রান্ত নথি, সান্তাহার বাফার গুদাম এবং আনুষঙ্গিক রেকর্ডপত্র পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, শাহজালাল ফার্টিলাইজার কোম্পানি লিমিটেড, ফেঞ্চুগঞ্জ, সিলেট হতে সান্তাহার বাফার গুদামে ৩০০০ মে. টন সার পরিবহনের জন্য স্মারক নং- ৩৮, তারিখ ০৭/০১/২০১৬ খ্রিস্টাব্দ এর মাধ্যমে মেসার্স বাল্ক ট্রেড ইন্টারন্যাশনাল লিমিটেড, ঢাকাকে কার্যাদেশ প্রদান করা হয়। কার্যাদেশের শর্ত ৪ এর (ঠ) এ উল্লেখ রয়েছে পরিবহন সারের যে কোন প্রকার ঘাটতি/চুরি/নষ্ট অথবা অন্য যে কোন ক্ষয়ক্ষতি হলে সার পরিবহন ঠিকাদার দায়ী থাকবেন এবং সে ক্ষেত্রে ক্ষতিগ্রস্ত ইউরিয়া সারের সমুদয় মূল্যের দ্বিগুণ হারে বিপণন বিভাগে দাখিলকৃত ঠিকাদারের যে কোন পরিবহন বিল/জামানত/গ্যারান্টি থেকে কোনো যোগাযোগ ব্যতিরেকে তাৎক্ষণিকভাবে আদায় করা হবে।

বিসিআইসি প্রদত্ত বরাদ্দ পত্র নং- ৫১, তারিখ ১২/০১/২০১৬ খ্রিস্টাব্দ এর প্রেক্ষিতে ঠিকাদার এসএফসিএল হতে ৩০০০ মে. টন সার সান্তাহার বাফার গুদামে পরিবহন করে। সার পরিবহন ঠিকাদার সান্তাহার বাফার গুদামের তৎকালীন ইনচার্জ জনাব নবীর উদ্দিন খান এর সাথে যোগসাজশ করে ভুয়া এমআরআর সংগ্রহ করে কোম্পানির নিকট বিল দাবী করে। কোম্পানির বিক্রয় শাখা হতে বিলের সঠিকতা যাচাইকালে বিলের সাথে দাখিলকৃত এমআরআর সঠিক নয় বলে প্রমাণিত হয়।

বিক্রয় শাখা কর্তৃক প্রদত্ত তথ্যের আলোকে নিরীক্ষা দল কর্তৃক সান্তাহার বাফার গুদামের রিসিভ রেজিস্টার যাচাইয়ে দেখা যায় যে, উক্ত সময়ে ৩০০০ মে. টন সারের মধ্যে কেবলমাত্র ১৪৯৪ মে. টন সার প্রাপ্তির বিষয়টি রেজিস্টারে লিপিবদ্ধ রয়েছে। এমতাবস্থায় সান্তাহার বাফার গুদামে $(৩০০০ - ১৪৯৪) = ১৫০৬$ মে. টন সার ঘাটতি হওয়ায় প্রতি মে. টন ১৪,০০০ টাকা দরে প্রতিষ্ঠানের মোট $(১৫০৬ \times ১৪০০০) = ২,১০,৮৪,০০০$ টাকা আর্থিক ক্ষতি হয়েছে (বিস্তারিত পরিশিষ্ট : ০৪)।

অনিয়মের কারণ :

কার্যাদেশের শর্ত ৪ এর (ঠ) লঙ্ঘন।

নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠানের জবাব :

বিসিআইসি প্রধান কার্যালয় এসএফসিএল হতে সান্তাহার বাফার গুদামে ৩,০০০ মে. টন সার পরিবহনের নিমিত্তে মেসার্স বাল্ক ট্রেড ইন্টারন্যাশনাল কে বরাদ্দপত্র প্রদান করা হয়। বরাদ্দপত্র অনুযায়ী মেসার্স বাল্ক ট্রেড ইন্টারন্যাশনাল সান্তাহার বাফার গুদামে প্রেরণের উদ্দেশ্যে এসএফসিএল হতে ৩,০০০ মে টন সার উত্তোলন করে। পরবর্তীতে ভুয়া এমআরআর দাখিল করে পরিবহনের বিল এর জন্য প্রধান কার্যালয়ে আবেদন করেন। বিল প্রদানের আবেদনখানি

যথাযথ কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে এসএফসিএল এর বিক্রয় শাখায় প্রত্যয়নের জন্য আসলে বিলের সাথে দাখিলকৃত এমআরআরটি ভুয়া বলে জানা যায়। পরবর্তীতে এসএফসিএল এবং প্রধান কার্যালয়ের গঠিত তদন্ত কমিটির প্রতিবেদনে এসএফসিএল হতে প্রেরিত ৩,০০০ মে. টন সারের মধ্যে ১৪৯৪ মে. টন সার সান্তাহার বাফার গুদামে পাঠানো হয়েছে এবং রেজিস্টারভুক্ত করা হয়েছে বলে উল্লেখ করেছেন। অবশিষ্ট (৩০০০ - ১৪৯৪) = ১৫০৬ মে. টন সার সান্তাহার বাফার গুদামে না পৌঁছানোয় এবং জালিয়াতির মাধ্যমে এমআরআর দাখিল করায় বিষয়টি নিয়ে দুর্নীতি দমন কমিশনের তদন্ত চলমান রয়েছে।

উল্লিখিত বিষয়টি গুরুতর আর্থিক অনিয়ম হিসেবে গণ্য করে জবাব প্রেরণের জন্য ০৩/০৩/২০২১ খ্রি. তারিখে সচিব বরাবর পত্র জারি করা হয়। ০৪/০৪/২০২১ খ্রি. তারিখে তাগিদপত্র দেয়া হলে ২৭/০৫/২০২১ খ্রি. তারিখে মন্ত্রণালয়ের জবাবে তদন্ত চলমান থাকায় আপত্তির বিষয়ে পরবর্তীতে জানানো হবে মর্মে জানানো হয়।

নিরীক্ষা মন্তব্য :

জবাব আপত্তি নিষ্পত্তির জন্য সহায়ক নয়। শাহজালাল ফার্টিলাইজার কোম্পানি লিমিটেড (এসএফসিএল) হতে ইউরিয়া সার বিভিন্ন বাফার গুদামে পরিবহনের ক্ষেত্রে কর্তৃপক্ষ কর্তৃক সতর্কতা অবলম্বন করা হয়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশ :

দ্রুততম সময়ের মধ্যে তদন্ত কার্যক্রম শেষ করে দায়দায়িত্ব নির্ধারণপূর্বক আপত্তিকৃত অর্থ আদায় করা আবশ্যিক।

অনুচ্ছেদ : ০৫

শিরোনাম : বাস্তব গণনায় ১৫৯২.১৫ মে. টন সারের ঘাটতির ফলে প্রতিষ্ঠানের ৪,৪৬,১৭,২৪৫ (চার কোটি ছেচল্লিশ লক্ষ সত্তেরো হাজার দুইশত পঁয়তাল্লিশ) টাকা আর্থিক ক্ষতি।

বিবরণ : বাংলাদেশ কেমিক্যাল ইন্ডাস্ট্রিজ কর্পোরেশন (বিসিআইসি) প্রধান কার্যালয়, ঢাকা এর আওতাধীন নর্থ বেঙ্গল পেপার মিল লিমিটেড ট্রানজিট গুদাম পাকশী, পাবনা এর ২০১৯-২০২০ অর্থবছরের বাস্তব গণনায় গুদামে ঘাটতিকৃত ১৫৯২.১৫ মে. টন সার আত্মসাতের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠানের ৪,৪৬,১৭,২৪৫ টাকা আর্থিক ক্ষতি সাধন করা হয়েছে।

বিসিআইসি প্রধান কার্যালয় ঢাকা এর বাফার গুদামের সার সরবরাহ ও এমআরআর নথি ও গুদামের সার গ্রহণ/বিতরণ সংক্রান্ত রেকর্ডপত্র পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, সার বিক্রয়ের ডিলার নিয়োগের চুক্তিনামার শর্ত নং ৯ অনুযায়ী বরাদ্দ পত্র জারির পর দ্বিতীয় পক্ষ (ডিলার) বরাদ্দ পত্রে বর্ণিত সরবরাহের নির্ধারিত দিনের যে মূল্য হার প্রযোজ্য হবে ঐ মূল্য হারে বরাদ্দকৃত পরিমাণের সারের পূর্ণ মূল্য প্রথম পক্ষকে (বিসিআইসি) ডিমান্ড ড্রাফট/পে-অর্ডারের মাধ্যমে পরিশোধ করতে বাধ্য থাকবে।

সার পরিবহনের কার্যাদেশ/চুক্তিপত্র মোতাবেক সার পরিবহন ঠিকাদার কর্তৃক সার উত্তোলনের ২০ হতে ৪০ দিনের মধ্যে সংশ্লিষ্ট গুদামে সার পৌঁছাতে হবে। সার গুদামে পৌঁছানোর পর বাফার ইনচার্জ কর্তৃক গ্রহণকৃত সারের এমআরআর প্রদান করা হয়।

সার পরিবহন ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠান মেসার্স সাউথ ডেল্টা শিপিং এন্ড ট্রেডার্স লিঃ কর্তৃক উত্থাপিত অভিযোগের ভিত্তিতে ট্রানজিট গোডাউনে সরবরাহকৃত সারের এমআরআর প্রদানে বিলম্ব এবং গুদামে সার গ্রহণ ও বিতরণের উপর বিসিআইসি তদন্ত দল কর্তৃক তদন্ত করা হয়। উক্ত তদন্ত প্রতিবেদন পর্যালোচনায় দেখা যায় নর্থ বেঙ্গল পেপার মিল (এনবিপিএম) লিমিটেড ট্রানজিট গুদামের সারের সর্বশেষ ০৩/১২/২০২০ খ্রি. তারিখের বাস্তব গণনায় ১৫৯২.১৫ মে. টন সারের ঘাটতি পাওয়া যায়। উক্ত ঘাটতিকৃত সারের বিষয়ে বাফার ইনচার্জ কর্তৃক কোন এমআরআর দাখিল করা হয়নি এবং সম্ভোষণকর জবাব ও কোন রেকর্ডপত্র সরবরাহ করতে পারেনি। কিন্তু চুক্তিমালার শর্ত নং ৯ প্রতিপালন না করে বর্ণিত ১৫৯২.১৫ মে. টন সারের আমদানি মূল্য (সকল প্রকার খরচ সহ) ৪ বছরের গড় হিসাবে মোট ৪,৪৬,১৭,২৪৫ টাকা মূল্য মানের সার বাফার ইনচার্জ কর্তৃক আত্মসাৎ করা হয়। জনাব ইকবাল আমিন রতন উপ-ব্যবস্থাপক (ক্রয়) ও বাফার ইনচার্জ নর্থ বেঙ্গল পেপার মিল লিমিটেড ট্রানজিট গুদাম কর্তৃক আত্মসাতের ফলে সরকারের ৪,৪৬,১৭,২৪৫ টাকা আর্থিক ক্ষতি সাধিত হয়েছে।

অনিয়মের কারণ :

সার বিক্রয়ের ডিলার নিয়োগের চুক্তিনামার শর্ত নং ৯ এর লঙ্ঘন।

নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠানের জবাব :

০৩/১২/২০২০ খ্রি. তারিখে ঘাটতি বিষয়ে গঠিত কমিটি কর্তৃক গুদাম পরিদর্শনকালে এনবিপিএম এর কোথাও ইউরিয়া সার ভর্তি বস্তা পাননি। সে হিসেবে সার ঘাটতি ১৫৯২.১৫ টন। ঘাটতিকৃত ১৫৯২.১৫ মে. টন সারের আমদানি মূল্য ৪ বছরের গড় মূল্য ৪,৪৬,১৭,২৪৫ টাকা আত্মসাৎ। বিসিআইসি চাকরি প্রবিধানমালা ১৯৮৮ অনুযায়ী একটি গুরুতর অপরাধ। বিভাগীয় ব্যবস্থা গ্রহণের পাশাপাশি যুগ্ম জেলা জজ আদালত, পাবনাতে মানি স্যুট মামলা নং (নং ০১/২০২১) দায়ের করা হয়েছে।

উল্লিখিত বিষয়টি গুরুতর আর্থিক অনিয়ম হিসেবে গণ্য করে জবাব প্রেরণের জন্য ২৯/০৮/২০২১ খ্রি. তারিখে সচিব বরাবর পত্র জারি করা হয়। ৩০/০৯/২০২১ খ্রি. তারিখে তাগিদপত্র দেয়া হলে ১৭/১০/২০২১ খ্রি. তারিখে মন্ত্রণালয়ের জবাবে এ বিষয়ে অগ্রগতি পরবর্তীতে অবহিত করা হবে মর্মে জানানো হয়।

নিরীক্ষা মন্তব্য :

জবাব আপত্তি নিষ্পত্তির জন্য সহায়ক নয়। কারণ ৪,৪৬,১৭,২৪৫ টাকা মূল্য মানের সার বাফার ইনচার্জ কর্তৃক আত্মসাতের মাধ্যমে আর্থিক ক্ষতি করা হয়েছে।

নিরীক্ষার সুপারিশ :

দায়ী ব্যক্তির বিরুদ্ধে চলমান মামলা নিবিড় তদারকিসহ আপত্তিকৃত সমুদয় অর্থ আদায় করা আবশ্যিক।

অনুচ্ছেদ : ০৬

শিরোনাম : পরিবহন ঠিকাদার কর্তৃক জাহাজ হতে আমদানিকৃত সার উত্তোলনের পর দীর্ঘদিন অতিবাহিত হলেও বাফার গুদামে সরবরাহ না করায় ৫,৯৬,১৬,৪৭৩ (পাঁচ কোটি ছিয়ানব্বই লক্ষ ষোল হাজার চারশত তিয়াত্তর) টাকা আর্থিক ক্ষতি।

বিবরণ :

বাংলাদেশ কেমিক্যাল ইন্ডাস্ট্রিজ কর্পোরেশন (বিসিআইসি) এর ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে নিরীক্ষায় পরিলক্ষিত হয় যে, সংযুক্ত আরব আমিরাতে হতে আমদানিকৃত সার MV. GREENWICH জাহাজ হতে পরিবহন ঠিকাদার মেসার্স সাউথ ডেলটা শিপিং এন্ড ট্রেডিং লিঃ কর্তৃক উত্তোলনের পর দীর্ঘদিন অতিবাহিত হওয়া সত্ত্বেও বগুড়া বাফার গুদামে সরবরাহ না করায় ৫,৯৬,১৬,৪৭৩ টাকা আর্থিক ক্ষতি সাধিত হয়েছে।

বিসিআইসি'র নিয়ন্ত্রণাধীন বগুড়া বাফার গুদাম, বগুড়া এর সার আমদানি সংক্রান্ত নথি, পরিবহন ঠিকাদারের নথি, গুদামে গ্রহণকৃত চালান ও রেজিস্টার পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, বিসিআইসি কর্তৃক ২০১৭-১৮ অর্থবছরে ফার্টিল, সংযুক্ত আরব আমিরাতে থেকে ২য় লটে আমদানিকৃত ইউরিয়া সার চট্টগ্রাম বন্দরে আগত MV. GREENWICH জাহাজ হতে পরিবহন করে বগুড়া বাফার গুদামে সরবরাহ করার জন্য পরিবহন ঠিকাদার মেসার্স সাউথ ডেলটা শিপিং এন্ড ট্রেডিং লিঃ কে কার্যাদেশ প্রদান করা হয়।

বিসিআইসি'র কার্যাদেশ নং ও তারিখ	বরাদ্দকৃত সার (মে. টন)	উত্তোলিত সার (মে. টন)	বাফার গুদামে সরবরাহকৃত সার (মে. টন)	ট্রানজিটে প্রদর্শিত সার (মে. টন)	বাফার গুদামে সরবরাহের সময়সীমা
নং- এমকেটি-১.০২৯৭/২০১৭-১৮/সিটি-৬০০(এল)/৩৫২ তারিখ: ২৭/০২/২০১৮ খ্রি	২০০০	৪০০০	১৯৩৬.০৫	২০৬৩.৯৫	উত্তোলনের পর ২০ দিন
এমকেটি-১.০২৯৩/২০১৭-১৮/সিটি-৫৮৯(এল)/১৪৫৯ তারিখ: ২১-১২-২০১৭ খ্রি	২০০০				

চুক্তিপত্র নং- এম.কে.টি ১.০২৯৭/২০১৭-১৮/সি.টি-৬০০(এল)/৩৫২, তারিখ ২৭-০২-২০১৮ খ্রি. মোতাবেক ৪০০০ মে. টন সার বগুড়া বাফার গুদামে ২০ দিনের মধ্যে সরবরাহ করার কথা থাকলেও নির্ধারিত সময়ের পর ৩২ মাস (জুলাই/১৮ মাস হতে ফেব্রুয়ারি/২১) অতিক্রান্ত হওয়া সত্ত্বেও ২০৬৩.৯৫ মে. টন সার বাফার গুদামে সরবরাহ করা হয়নি। ফলে প্রতি মে. টন সারের আমদানি মূল্য ২৮,৮৮৪.৬৫ (গড় ক্রয়মূল্য+জাহাজ ভাড়া+সার্ভে ফিসহ) টাকা হিসেবে সরকারের (২০৬৩.৯৫ মে. টন × ২৮,৮৮৪.৬৫) টাকা বা ৫,৯৬,১৬,৪৭৩ টাকা আর্থিক ক্ষতি সাধিত হয়েছে।

উল্লেখ্য যে, উক্ত কার্যাদেশের (জ) এবং (ঞ) নং শর্তানুযায়ী বিলম্বে সার সরবরাহের জন্য জরিমানা আরোপ এবং নিরাপত্তা জামানত বাজেয়াপ্ত করার বিধান থাকলেও তা পরিপালন করা হয়নি।

অনিয়মের কারণ :

২৭-০২-২০১৮ খ্রি. তারিখের চুক্তিপত্র এর শর্ত নং- (জ) এবং (ঞ) এর লঙ্ঘন।

নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠানের জবাব :

“মেসার্স সাউথ ডেল্টা শিপিং এন্ড ট্রেডিং লিঃ এর নামে ২৭-০২-২০১৮ খ্রি. তারিখে ৪০০০ মে. টন সার পরিবহনের জন্য কার্যাদেশ প্রদান করা হয়। সে মোতাবেক উক্ত পরিবহন ঠিকাদার ১৯৩৬.০৫ মে. টন সার বাফার গুদামে সরবরাহ করেন। বাকি সার সরবরাহের জন্য পরিবহন ঠিকাদারের সাথে টেলিফোনিক যোগাযোগ অব্যাহত আছে। এছাড়াও বিসিআইসি প্রধান কার্যালয়ের মার্কেটিং শাখাকে জানানো হয়েছে ট্রানজিটের সার খুব দ্রুত সরবরাহ করার জন্য আশা করি খুব শীঘ্রই উপরোক্ত সার বাফার গুদামে পরিবহন ঠিকাদার কর্তৃক সরবরাহ করবেন”।

উল্লিখিত বিষয়টি গুরুতর আর্থিক অনিয়ম হিসেবে গণ্য করে জবাব প্রেরণের জন্য ২৯/০৮/২০২১ খ্রি. তারিখে সচিব বরাবর পত্র জারি করা হয়। ৩০/০৯/২১ খ্রি. তারিখে তাগিদপত্র দেয়া হলে ১৭/১০/২০২১ খ্রি. তারিখে মন্ত্রণালয়ের জবাবে “আপত্তিকৃত বিষয়ে তদন্ত চলমান রয়েছে, বিষয়টি সুরাহা হলে পরবর্তীতে অবহিত করা হবে” মর্মে জানানো হয়।

নিরীক্ষা মন্তব্য :

জবাব আপত্তি নিষ্পত্তির জন্য সহায়ক নয়। কারণ চুক্তিপত্রের শর্ত মোতাবেক নির্ধারিত সময়সীমা অতিক্রান্তের দীর্ঘ ৩২ মাস উত্তীর্ণ হওয়ার পরেও পরিবহন ঠিকাদার কর্তৃক ২০৬৩.৯৫ মে. টন সার বাফার গুদামে সরবরাহ করা হয়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশ :

সার সরবরাহ করতে ব্যর্থতার জন্য জরিমানাসহ সারের মূল্য বাবদ সমুদয় অর্থ ঠিকাদারের নিকট হতে আদায় করা আবশ্যিক।

অনুচ্ছেদ : ০৭

শিরোনাম : আমদানিকৃত ১৭৯৩.৬৫ মে. টন সারের অস্তিত্ব গুদামে না পাওয়ায় ৫,১৮,০৮,৯৫২ (পাঁচ কোটি আঠারো লক্ষ আট হাজার নয়শত বায়ান্ন) টাকা আর্থিক ক্ষতি।

বিবরণ :

বাংলাদেশ কেমিক্যাল ইন্ডাস্ট্রিজ কর্পোরেশন (বিসিআইসি) এর আওতাধীন বগুড়া বাফার গুদাম এর ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে নিরীক্ষায় পরিলক্ষিত হয় যে, আমদানিকৃত ১৭৯৩.৬৫ মে. টন সারের অস্তিত্ব গুদামে না থাকায় এবং কর্তৃপক্ষের তদন্তেও অনিয়মের বিষয়টি প্রমাণিত হওয়ায় ৫,১৮,০৮,৯৫২ টাকা আর্থিক ক্ষতি সাধিত হয়েছে।

বিসিআইসি'র নিয়ন্ত্রণাধীন বগুড়া বাফার গুদাম, বগুড়া এর গুদামে মজুদকৃত রেজিস্টার ও নথিপত্র পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, বাংলাদেশ কেমিক্যাল ইন্ডাস্ট্রিজ কর্পোরেশন (বিসিআইসি) এর ০৬/০২/২০১৮ খ্রি. তারিখের বরাদ্দ পত্র নং ৩৬.০১.০০৫. ০৩.১৪.১৬৩.২০১৭-২০১৮/২০১ এবং ১৮/০৭/২০১৮ খ্রি. তারিখের বরাদ্দ পত্র নং ৩৬.০১.০০০০.২২৬. ০৫.০০৪.১৮/১১৭৬ এর শর্ত নং (ক) মোতাবেক কার্যাদেশের শর্ত অনুযায়ী সার উত্তোলনের ২০ দিনের মধ্যে সংশ্লিষ্ট গুদামে পৌঁছাতে হবে কিন্তু পরিবহন ঠিকাদার মেসার্স সাউথ ডেলটা শিপিং এন্ড ট্রেডিং লিঃ এবং মেসার্স পোটন ট্রেডার্স উভয় কোম্পানি কর্তৃক সরবরাহকৃত ২৮৫৬.৪০ মে. টন সংযুক্ত আরব আমিরাতে হতে আমদানিকৃত সারের মধ্যে বাফার ইনচার্জ কর্তৃক ১০৬২.৭৫ মে. টন সার এর এমআরআর প্রদান করা হয়। অবশিষ্ট (২৮৫৬.৪০ – ১০৬২.৭৫) মে. টন বা ১৭৯৩.৬৫ মে. টন সার রি-ব্যাগিং করে বুঝিয়ে দেয়া ও নেয়ার কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়নি এবং উপরোক্ত সারের অস্তিত্ব গুদামে পাওয়া যায়নি।

জেএফসিএল ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষের সূত্র নং ৩৬.০১.৩৯৮৫.৫৬৭.২৯.০২.২০১৯/১৭০৫ তারিখ ১৯-০৫-২০১৯ খ্রি. মোতাবেক গঠিত তদন্ত কমিটির প্রতিবেদন পর্যালোচনায় প্রতীয়মান, বগুড়া বাফার গুদামে ১৭৯৩.৬৫ মে. টন সারের কোন অস্তিত্ব নেই। কর্তৃপক্ষের তদন্তেও অনিয়মের বিষয়টি প্রমাণিত হয়েছে। বরাদ্দ পত্রের শর্ত (ক) প্রতিপালন না করায় আমদানিকৃত ১৭৯৩.৬৫ মে. টন সারের মূল্য বাবদ প্রতি মে. টন সারের মূল্য ২৮,৮৮৪.৬৫ (গড় ক্রয়মূল্য + জাহাজ ভাড়া + সার্ভে ফিসহ) টাকা (১৭৯৩.৬৫ মে. টন × ২৮,৮৮৪.৬৫ টাকা) বা ৫,১৮,০৮,৯৫২ টাকা সরকারের আর্থিক ক্ষতি সাধিত হয়েছে।

উল্লেখ্য যে, জনাব আনোয়ার হোসেন, ব্যবস্থাপক, বাফার ইনচার্জ হিসেবে উক্ত সময়ে দায়িত্বে নিয়োজিত ছিলেন।

অনিয়মের কারণ :

বাংলাদেশ কেমিক্যাল ইন্ডাস্ট্রিজ কর্পোরেশন (বিসিআইসি) এর ০৬/০২/২০১৮ খ্রি. তারিখের বরাদ্দ পত্র নং ৩৬.০১.০০৫.০৩.১৪. ১৬৩.২০১৭-২০১৮/২০১ এবং ১৮/০৭/২০১৮ খ্রি. তারিখের বরাদ্দ পত্র নং ৩৬.০১.০০০০.২২৬. ০৫.০০৪.১৮/১১৭৬ এর শর্ত নং (ক) এর লঙ্ঘন।

নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠানের জবাব :

আলোচ্য সারের ব্যাপারে বিভাগীয় তদন্ত অব্যাহত আছে। তৎকালীন বাফার ইনচার্জ জনাব আনোয়ার হোসেন পিআরএল ভোগরত আছেন এবং ২য় কর্মকর্তাকে বাফার হতে বদলি করা হয়েছে। উপরোক্ত সারের ব্যাপারে জেএফসিএল হতে তদন্ত টিম গঠন করে বাফার গুদাম কর্তৃপক্ষ উভয়কে দোষী সাব্যস্ত করেন এবং উক্ত সারের টাকা আদায়ের ব্যাপারে জোর প্রচেষ্টা অব্যাহত আছে। প্রধান কার্যালয় হতে পরবর্তী কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণসহ আইনগত পদক্ষেপ প্রক্রিয়াধীন। এছাড়াও দূদক কর্তৃপক্ষ কর্তৃক উক্ত সারের ব্যাপারে কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণ করা হচ্ছে।

উল্লিখিত বিষয়টি গুরুতর আর্থিক অনিয়ম হিসেবে গণ্য করে জবাব প্রেরণের জন্য ২৯/০৮/২০২১ খ্রি. তারিখে সচিব বরাবর পত্র জারি করা হয়। ৩০/০৯/২১ খ্রি. তারিখে তাগিদপত্র দেয়া হলে ১৭/১০/২০২১ খ্রি. তারিখে মন্ত্রণালয়ের জবাবে তদন্তাধীন বিষয়ে অগ্রগতি পরবর্তীতে অবহিত করা হবে মর্মে জানানো হয়।

নিরীক্ষা মন্তব্য :

জবাব আপত্তি নিষ্পত্তির জন্য সহায়ক নয়। কারণ বাফার গুদামে আমদানিকৃত ১৭৯৩.৬৫ মে. টন সারের অস্তিত্ব না পাওয়ায় সরকারের আর্থিক ক্ষতি সাধিত হয়েছে।

নিরীক্ষার সুপারিশ :

দায়দায়িত্ব নির্ধারণপূর্বক আপত্তিতে বর্ণিত সমুদয় অর্থ দায়ী ব্যক্তি/ব্যক্তিবর্গের নিকট হতে আদায় করা আবশ্যিক।

অনুচ্ছেদ : ০৮

শিরোনাম : বগুড়া বাফার গুদাম কর্তৃপক্ষ কর্তৃক সার বিক্রয় করে বিক্রয়লব্ধ অর্থ বিসিআইসি'র ব্যাংক হিসাবে জমা প্রদান না করে ৩৩,৪৬,০০০ (তেরিশ লক্ষ ছেচল্লিশ হাজার) টাকা আত্মসাৎ।

বিবরণ :

বাংলাদেশ কেমিক্যাল ইন্ডাস্ট্রিজ কর্পোরেশন (বিসিআইসি) এর আওতাধীন বগুড়া বাফার গুদাম এর ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে নিরীক্ষায় পরিলক্ষিত হয় যে, বগুড়া বাফার গুদাম কর্তৃপক্ষ কর্তৃক সার বিক্রয় করে বিক্রয়লব্ধ অর্থ বিসিআইসি'র ব্যাংক হিসাবে জমা প্রদান না করে ৩৩,৪৬,০০০ টাকা আত্মসাৎ করা হয়েছে।

বগুড়া বাফার গুদাম, বগুড়া এর গুদামে মজুদকৃত সারের রিসিভিং রেজিস্টার, ডিলারদের নিকট বিক্রয় সংক্রান্ত ব্যাংক হিসাব বিবরণী ও তৎসংক্রান্ত অন্যান্য নথিপত্র পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, সার বিক্রয়ের ডিলার নিয়োগের চুক্তিনামার শর্ত নং ৯ অনুযায়ী বরাদ্দ পত্র জারির পর দ্বিতীয় পক্ষ (ডিলার) বরাদ্দ পত্রে উল্লিখিত সরবরাহের নির্ধারিত দিনের যে মূল্য হার প্রযোজ্য হবে ঐ মূল্য হারে বরাদ্দকৃত পরিমাণের সারের পূর্ণ মূল্য প্রথম পক্ষকে (বিসিআইসি) ডিমান্ড ড্রাফট/পে-অর্ডারের মাধ্যমে পরিশোধ করতে বাধ্য থাকবে।

এক্ষেত্রে নগদ টাকায় সার বিক্রির সুযোগ না থাকা সত্ত্বেও চুক্তিমালার শর্ত প্রতিপালন না করে তৎকালীন বাফার ইনচার্জ জনাব আনোয়ার হোসেন ও ২য় কর্মকর্তা জনাব নাজমুল হোসেন ভূঁইয়ার যোগসাজশে ২৩৯ মে. টন সার নগদ টাকায় বিক্রয় করা হয় এবং বিক্রয়লব্ধ অর্থ যথানিয়মে সংস্থার ব্যাংক হিসাবে জমা প্রদান না করে আত্মসাৎ করা হয়। ফলে, ২৩৯ মে. টন সারের মূল্য ব্যাংকে জমা প্রদান না করায় প্রতি মে. টন সার ১৪,০০০ টাকা বিক্রয়মূল্য হিসেবে (২৩৯ মে. টন × ১৪,০০০ টাকা) বা ৩৩,৪৬,০০০ টাকা আর্থিক ক্ষতি সাধিত হয়। উক্ত টাকা সংশ্লিষ্ট বাফার ইনচার্জ ও ২য় কর্মকর্তার নিকট হতে আদায়যোগ্য।

উল্লেখ্য যে, জনাব আনোয়ার হোসেন, ব্যবস্থাপক, বাফার ইনচার্জ এবং জনাব নাজমুল হোসেন ভূঁইয়া ২য় কর্মকর্তা হিসেবে উক্ত সময়ে দায়িত্বে নিয়োজিত ছিলেন।

অনিয়মের কারণ :

সার বিক্রয়ের ডিলার নিয়োগের চুক্তিনামার শর্ত নং ৯ এর লঙ্ঘন।

নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠানের জবাব :

আলোচ্য আপত্তির সাথে জড়িত বাফার ইনচার্জ জনাব আনোয়ার হোসেন ও ২য় কর্মকর্তা জনাব নাজমুল হোসেন ভূঁইয়ার বিরুদ্ধে দুর্নীতি দমন কমিশনের বগুড়া অফিস কর্তৃক তদন্তসহ জামালপুরস্থ যমুনা সার কারখানা কর্তৃপক্ষ কর্তৃক পরিদর্শন করেছেন। অচিরেই উপরোক্ত ব্যক্তিদ্বয়ের বিরুদ্ধে বিভাগীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে যার প্রক্রিয়া অব্যাহত আছে।

উল্লিখিত বিষয়টি গুরুতর আর্থিক অনিয়ম হিসেবে গণ্য করে জবাব প্রেরণের জন্য ২৯/০৮/২০২১ খ্রি. তারিখে সচিব বরাবর পত্র জারি করা হয়। ৩০/০৯/২১ খ্রি. তারিখে তাগিদপত্র দেয়া হলে ১৭/১০/২০২১ খ্রি. তারিখে মন্ত্রণালয়ের জবাবে সমুদয় অর্থ আদায়/সমন্বয় করে পরবর্তীতে অবহিত করা হবে মর্মে জানানো হয়।

নিরীক্ষা মন্তব্য :

জবাব আপত্তি নিষ্পত্তির জন্য সহায়ক নয়। কারণ বিক্রয়লব্ধ অর্থ সংস্থার ব্যাংক হিসাবে জমা না করে আত্মসাৎ করা হয়েছে।

নিরীক্ষার সুপারিশ :

দায়দায়িত্ব নির্ধারণপূর্বক আপত্তিকৃত সমুদয় অর্থ আদায় করা আবশ্যিক।

অনুচ্ছেদ : ০৯

শিরোনাম : সার বিক্রির অর্থ ব্যাংকে জমা প্রদান না করায় ১৮,৬৫,২৯৯ (আঠারো লক্ষ পয়ষট্টি হাজার দুইশত নিরানব্বই) টাকা আর্থিক ক্ষতি।

বিবরণ :

বাংলাদেশ কেমিক্যাল ইন্ডাস্ট্রিজ কর্পোরেশন (বিসিআইসি), প্রধান কার্যালয়, ঢাকা এর আওতাধীন নর্থ বেঙ্গল পেপার মিল লিমিটেড ট্রানজিট গুদাম পাকশী, পাবনার ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে সার বিক্রির অর্থ ১৮,৬৫,২৯৯ টাকা ব্যাংকে জমা প্রদান না করে আত্মসাৎ করায় আর্থিক ক্ষতি।

বিসিআইসি, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা এর বাফার গুদামের সার সরবরাহ, গুদামে সার গ্রহণ ও বিতরণ সংক্রান্ত নথিপত্র এবং বিক্রিত সারের টাকা ব্যাংকে জমার রশিদসমূহ পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, সার বিক্রয়ের ডিলার নিয়োগের চুক্তিনামার শর্ত নং ৯ অনুযায়ী বরাদ্দ পত্র জারির পর দ্বিতীয় পক্ষ (ডিলার) বরাদ্দ পত্রে উল্লিখিত সরবরাহের নির্ধারিত দিনের যে মূল্য হার প্রযোজ্য হবে ঐ মূল্য হারে বরাদ্দকৃত পরিমাণের সারের পূর্ণ মূল্য প্রথম পক্ষকে (বিসিআইসি) ডিমান্ড ড্রাফট/পে-অর্ডারের মাধ্যমে পরিশোধ করতে বাধ্য থাকবে।

এক্ষেত্রে নগদ টাকায় সার বিক্রির সুযোগ না থাকা সত্ত্বেও চুক্তিনামার শর্ত প্রতিপালন না করে ট্রানজিট গুদাম পাকশী, পাবনার ইনচার্জ জনাব ইকবাল আমিন রতন, উপ-ব্যবস্থাপক কর্তৃক সার বিক্রির অর্থ ১৮,৬৫,২৯৯ টাকা ব্যাংকে জমা প্রদান করা হয়নি। এতে প্রতীয়মান হয় যে, বাফার ইনচার্জ কর্তৃক ১৮,৬৫,২৯৯ টাকা আত্মসাৎ করায় আর্থিক ক্ষতি সাধিত হয়েছে।

অনিয়মের কারণ :

সার বিক্রয়ের ডিলার নিয়োগের চুক্তিনামার শর্ত নং ৯ এর লঙ্ঘন।

নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠানের জবাব :

বিক্রিত সারের টাকা ব্যাংক হিসাবে জমা না করে উপ-ব্যবস্থাপক (ক্রয়) ইনচার্জ নর্থ বেঙ্গল পেপার মিল লিমিটেড কর্তৃক আত্মসাৎ করা হয় যা, বিসিআইসি চাকরি প্রবিধানমালা ১৯৮৮ অনুযায়ী একটি গুরুতর অপরাধ। এ ব্যাপারে বিভাগীয় ব্যবস্থা গ্রহণের পাশাপাশি যুগ্ম জেলা জজ আদালত, পাবনাতে মানিসুট মামলা (নং-০১-০১) দায়ের করা হয়েছে। উল্লিখিত বিষয়টি গুরুতর আর্থিক অনিয়ম হিসেবে গণ্য করে জবাব প্রেরণের জন্য ২৯/০৮/২০২১ খ্রি. তারিখে সচিব বরাবর পত্র জারি করা হয়। ৩০/০৮/২০২১ তারিখে তাগিদ পত্র দেয়া হলে ১৭/১০/২০২১ খ্রি. তারিখে মন্ত্রণালয়ের জবাবে এ বিষয়ে বিক্রয় অগ্রগতি পরবর্তীতে অবহিত করা হবে মর্মে জানানো হয়।

নিরীক্ষা মন্তব্য :

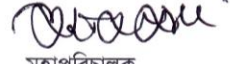
জবাব আপত্তি নিষ্পত্তির জন্য সহায়ক নয়। কারণ আপত্তিতে বর্ণিত অর্থ ব্যাংক হিসাবে জমা প্রদান না করে আত্মসাৎ করা হয়েছে।

নিরীক্ষার সুপারিশ :

দায়ী ব্যক্তির বিরুদ্ধে চলমান মামলা নিবিড় তদারকিসহ সমুদয় টাকা আদায় করা আবশ্যিক।

তারিখ : ১৮.১১.২০২০ বঙ্গাব্দ
১৮.১১.২০২০ খ্রিস্টাব্দ




মহাপরিচালক
বাণিজ্যিক অডিট অধিদপ্তর
সেগুনবাগিচা, ঢাকা।
আবুশাফায়েজ আলী
মহাপরিচালক
বাণিজ্যিক অডিট অধিদপ্তর
অডিট কন্ট্রোল (চম ও ৯ম তলা)
সেগুনবাগিচা, ঢাকা।

দ্বিতীয় অংশ

পরিশিষ্টসমূহ

পরিশিষ্টসমূহ

পরিশিষ্টসমূহ

পরিশিষ্টসমূহ

পরিশিষ্ট : ০১

অনুচ্ছেদ : ০১

বিসিআইসি, প্রধান কার্যালয়, দিলকুশা বা/এ, ঢাকা।

পরিবহন ঠিকাদার মেসার্স পোটন ট্রেডার্স এর ড্রানজিটে থাকা সারের বিবরণী:-

ক্র. নং	সার পরিবহনকারী ঠিকাদারের নাম ও ঠিকানা	বরাদ্দ পত্র নং ও তারিখ	জাহাজের নাম	বাফার শুদামের নাম নাম	বরাদ্দের পরিমাণ (মে. টন)	সরবরাহের পরিমাণ	ড্রানজিট সারের পরিমাণ (মে. টন)	প্রতি মে. টনের মূল্য*	মোট টাকার পরিমাণ
১	২	৩		৪	৫	৬	৭(৫-৬)	৮	৯(৭×৮)
১.	মেসার্স পোটন ট্রেডার্স, বিসিআইসি ভবন (১৭ তলা), ৩০-৩১, দিলকুশা, ঢাকা।	পত্র নং পার- ৩.২৯১১/২০১৯-২০২০/SABIC/MV ANTIGONI/২৮৩৬ তাং ১৮-১২-২০১৯ খ্রি.	MV ANTIGONI	রংপুর বাফার শুদাম	৪৪০০	২৩২১.৫৫	২০৭৮.৪৫	২৮,৮৮৪.৬৫	৬,০০,৩৫,৩০১
২.	ঐ	নং- এমকেটি- ১.০৩০৬/২০১৭-১৮/সিটি- ৬৫১(এল)/১১৪৩ তাং ১৫-০৭-২০১৮ খ্রি.	MV OCEAN HEAVEN	বগুড়া বাফার শুদাম	১০০০	-	১০০০	২৮,৮৮৪.৬৫	২,৮৮,৮৪,৬৫০
৩.	ঐ	পার ৩.২৯১৩/২০১৯/FERTIL-03/২৮৯৯ তাং ৩০-১২-২০১৯ খ্রি. এবং চুক্তিপত্র নং-পার- ৩.২৯১৩/২০১৯/FERTIL-03/ MV AFRICAN LARK/২৮৭২, তারিখ: ২৪-১২-২০১৯	AFRICAN LARK	রাজশাহী বাফার শুদাম	৪৪০০	২৯৬৭.৪৫	১৪৩২.৫৫	২৮,৮৮৪.৬৫	৪,১৩,৭৮,৭০৫
		মোট =							১৩,০২,৯৮,৬৫৬
*Report on the Accounts of Trade Gap Through Summary of Imported Urea as on 30-06-2020 BDT. 28,884.65 / M.T. (Average)									

(কথায় : তেরো কোটি দুই লক্ষ আটানব্বই হাজার ছয়শত ছাপান্ন টাকা)

পরিশিষ্ট : ০২

অনুচ্ছেদ : ০২

যমুনা ফার্টিলাইজার কোম্পানি লিমিটেড, সরিষাবাড়ী, জামালপুর।

পরিবহন ঠিকাদার কর্তৃক উভোলিত ৪৩৯৪ মে. টন গ্রানুলার ইউরিয়া সার নির্ধারিত সময়সীমার দীর্ঘদিন পরেও জেএফসিএল গুদামে না পৌঁছানোর ফলে সরকারের আর্থিক ক্ষতির বিবরণী :-

পরিবহন ঠিকাদারের নাম	বরাদ্দপত্র ও তারিখ	বরাদ্দকৃত গুদামের নাম	বরাদ্দকৃত সারের পরিমাণ	জেএফসিএল এ সরবরাহকৃত সারের পরিমাণ
০১	০২	০৩	০৪	০৫
মেসার্স নবাব এন্ড কোম্পানি	৩০৭০ তারিখ: ১৫.০১.২০	জেএফসিএল	৫৫০০.০০০ মে.টন	১১০৬.০০০ মে.টন

জেএফসিএল এ না পৌঁছানো ট্রানজিট সারের পরিমাণ	প্রতি মে. টনের মূল্য (টাকা)	মোট মূল্য (টাকা)
০৬	০৭	০৮
৪৩৯৪.০০০ মে. টন	২৮৮৮৪.৬৫	১২,৬৯,১৯,১৫২

(কথায় : বারো কোটি ঊনষাট লক্ষ ঊনিশ হাজার একশত বায়ান্ন টাকা)।

বিশেষ দ্রষ্টব্য:

জনাব মোঃ মফিজুর রহমান, ব্যবস্থাপনা পরিচালক (০৭-০২-২০১৯ হতে ০১-০৮-২০১৯) ও জনাব খান জাভেদ আনোয়ার, ব্যবস্থাপনা পরিচালক (০১-০৮-২০১৯ খ্রি. হতে ৩০-০৬-২০১৯ খ্রি.) হিসেবে দায়িত্বে নিয়োজিত ছিলেন।

পরিশিষ্ট : ০৩

অনুচ্ছেদ : ০৩

বিসিআইসি প্রধান কার্যালয়, দিলকুশা বা/এ, ঢাকা।

সুগার মিলস লিঃ কে ইউরিয়া সার সরবরাহ করা হলেও অর্থ পরিশোধ না করার বিবরণী :-

ক্র. নং	সার গ্রহণকারী প্রতিষ্ঠানের নাম	সার প্রদানকারী বাফার গুদামের নাম	বরাদ্দের পরিমাণ (মে. টন)	সরবরাহের পরিমাণ (মে. টন)	প্রতি মে. টনের বিক্রয়মূল্য	মোট টাকার পরিমাণ
১	২	৩	৪	৫	৬	৭(৫×৬)
১	রাজশাহী সুগার মিলস লিঃ	রাজশাহী বাফার গুদাম, রাজশাহী	১৩৫০	১৩৫০	১৪,০০০	১,৮৯,০০,০০০
১	মোবারকগঞ্জ সুগার মিলস লিঃ	যশোর বাফার গুদাম, যশোর	১০০০	১০০০	১৪,০০০	১,৪০,০০,০০০
	মোট =					৩,২৯,০০,০০০

(কথায় : তিন কোটি উনত্রিশ লক্ষ টাকা)

পরিশিষ্ট : ০৪

অনুচ্ছেদ : ০৪

প্রতিষ্ঠানের নাম : শাহজালাল ফার্টলাইজার কোম্পানি লিমিটেড, ফেঞ্চুগঞ্জ, সিলেট।

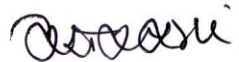
নিরীক্ষা বছর : ২০১৯-২০২০।

বিষয় : সান্তাহার বাফার গুদামে সার ঘাটতি হওয়ায় প্রতিষ্ঠানের ক্ষতির বিবরণী :-

ক্র নং	পরিবহন ঠিকাদারের নাম	কার্যাদেশ নং ও তারিখ	সারের পরিমাণ (মে.টন)	বিসিআইসি প্রদত্ত বরাদ্দ পত্র নং ও তারিখ	সান্তাহার গুদামের রিসিভ রেজিস্টারে অন্তর্ভুক্ত সারের পরিমাণ (মে.টন)	ঘাটতিকৃত সারের পরিমাণ (মে.টন)	প্রতি মে.টন সারের মূল্য (৳)	ঘাটতিকৃত সারের মোট মূল্য (৳)
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯=(৭×৮)
১	মেসার্স বাল্ক ট্রেড ইন্টাঃ লিঃ, ঢাকা	নং-৩৮ তাং- ০৭/০১/১৬	৩০০০	নং-৫১ তাং- ১২/০১/১৬	১৪৯৪	১৫০৬	১৪,০০০	২,১০,৮৪,০০০
মোট								২,১০,৮৪,০০০

(কথায় : দুই কোটি দশ লক্ষ চুরাশি হাজার টাকা)

তারিখ : ১৬.১১.১৮১৯
১.৬.২০২১ খ্রিস্টাব্দ


মহাপরিচালক
বাণিজ্যিক অডিট অধিদপ্তর
সেগুনবাগিচা, ঢাকা।
আবুল কালাম আজাদ
মহাপরিচালক
বাণিজ্যিক অডিট অধিদপ্তর
অডিট কমপ্লেক্স (৮ম ও ৯ম তলা)
সেগুনবাগিচা, ঢাকা।